তারিখ ..27 OCT 2016...
পৃষ্ঠা ..২০.. কলাম.... ৬....

সংবাদ

বড়েঙ্গা সর. প্রাথ. বিদ্যালয় বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুর উপজেলার বড়েঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে প্রতি বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও সুপেয় পানি, বিদ্যুৎ, সীমানা প্রাচীরসহ নানাবিধ সমস্যায় প্রতিষ্ঠানটির পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও অদ্যাবধি কোনো প্রতিকার মেলেনি।

বিদ্যালয়ের অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মঙ্গলকোট ইউনিয়নের মঙ্গলকোট মাগুরখালি সড়কের পাশে ১৯৪৫ সালে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ৭৩ শতক জমির ওপর বড়েঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিদ্যালয়টির মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে দিন দিন এর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদ্যালয়টিতে প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমান ১৭৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত রয়েছে। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ৫ রুম বিশিষ্ট একটি টিন সেডের ভবন নির্মাণ করে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমান এ ভবনটি পবিত্যক্ত ঘোষণার কারণে ৩টি রুমই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এ সংকট নিরসনে পরবর্তীতে সরকারিভাবে আরও দুটি ৪ রুম বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। এরপরও কক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে গাদাগাদি করে বসতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

পঞ্চম শ্রেণী শিক্ষার্থী মুসফিকুর রহিম, মহসিনা খানম জানান, তাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে নেই কোনো সুপেয় পানির ব্যবস্থা। একটি টিউবয়েল থাকলেও আয়রণ ও মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের কারণে তার পানি খাওয়ার অনুপযোগি। ফলে ৪/৫ কিলোমিটার দূর থেকে পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিদ্যালয়টি ব্যস্ততম সড়কের পাশে অবস্থিত হলেও দীর্ঘ ৭১ বছরেও এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়নি।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমজাদ হোসেন জানান, বর্তমান সরকারের ডিজিটাল যুগেও প্রতিষ্ঠানটিতে বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা নেই। মাত্র একটি খুঁটির অভাবে প্রতিষ্ঠানটি যুগ যুগ ধরে বিদ্যুতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। সন্ধ্যার পরেই এখানে সন্ত্রাসীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। এ পর্যন্ত ৪ বার প্রতিষ্ঠানটির মূল্যবান সম্পদ চুরি হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ না থাকায় এসব সন্ত্রাসীরা প্রতি নিয়ত স্কুলের ক্ষতি সাধন করে চলেছে। স্কুলের নাইট গার্ড থাকলেও রাতে ভয়ে বের হতে পারে না। বেঞ্চ সংকট এ প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের সমস্যা। এরপরও এ প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্রসহ এ পরীক্ষার আলোকে আরও ৩ টি মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বেঞ্চ ভাড়া করে আনতে হয়। এছাড়া আশপাশের ৯টি প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তি প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রধান শিক্ষিকা প্রমিলা দেবনাথ জানান, প্রতিষ্ঠানটির নানাবিধ সমস্যা থাকলেও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে প্রতিবছর শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করে আসছে। গত বছর এ প্রতিষ্ঠান থেকে ২৮ জন শিক্ষার্থী পিএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এরমধ্যে ২ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পায়। ১৪ জন এ প্লাস, ৭ জন এ গ্রেডসহ শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করে। বিদ্যালয়ে ৮ জন শিক্ষক থাকলেও একজন শিক্ষক যোগদান করে এক বছর ধরে অনুপস্থিত রয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাকে ২ বার কারণ দর্শানো নোটিশ করেছে। কিন্তু তিনি নোটিশের কোনো জবাব দেননি। এছাড়া এ স্কুলের মাঠটি বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টের ভ্যেনু হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আকবর আলী বলেন, সবেমাত্র এ উপজেলায় যোগদান করেছি। এ স্কুলের সমস্যার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষরা জানেন।